জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, জেলা মৎস্য দপ্তর, রংপুর

ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ইনোভেশন আইডিয়া

শিরোনাম: রংপুর জেলার মাছ বিক্রেতাদের তালিকা ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, ক্রেতা ও জনসাধারনের জন্য সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ।

১.পটভূমি:

রংপুর জেলার ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক ও উন্নত জেলা হিসেবে রংপুর জেলাকে প্রতিষ্ঠিত করে মৎস্য খাতকে অধিকতর বিকশিত করার মাধ্যমে মৎস্যসেবা সহজে জনগণের দোরগোড়ার পৌছাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবনী ও জনমূখী মৎস্যসেবা প্রতিষ্ঠা এবং সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে দুরত্ব কমানোর লক্ষ্যে মাছ বিক্রেতাদের তালিকা ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণের মাধ্যমে জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, রংপুর মৎস্যচাষি, ক্রেতা ও জনসাধারনের জন্য মৎস্য বিষয়ক সেবা সহজীকরণের এ উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে।

২. উদ্যোগটি কেন গ্রহণ করা হয়েছে:

মাছ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক সময়ে চাহিদা অনুযায়ী সাশ্রয়ী দামে তাজা মাছ প্রাপ্তি এবং তা বিক্রয় করে ক্রেতার চাহিদা পূরণ ও লাভবান হওয়া এবং মাছ চাষের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো উৎপাদিত মাছ সঠিক সময়ে বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমিয়ে সরাসরি মাছ বিক্রেতার কাছে উৎপাদিত মাছ পৌছানো ও ন্যায্যমূল্য পাওয়া। বিদ্যমান ব্যবস্থায় মাছ বিক্রেতাকে মাছ ক্রয়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অধিক দামে মাছ ক্রয় করতে হয়। অন্যদিকে মৎস্যচাষিকেও বাজারে মাছ বিক্রয়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভর করতে হয় এবং কম দামে মাছ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি ক্রেতা ও জনসাধারনকে মাছ ক্রয়ের জন্য সরাসরি বাজারে যেতে হয়। সকলকে মাছ পাওয়ার উৎস্যের সন্ধানে মৎস্য দপ্তরে যেতে হয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তথ্য পেতে হয়। এছাড়া দাপ্তরিক

টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক সময় দাপ্তরিক নম্বরসমূহ মাছ বিক্রেতা বা মাছচাষিদের কাছে না থাকা, প্রয়োজনের সময় মোবাইল ব্যালেন্স না থাকা এবং অন্যান্য নানা সমস্যার কারনে তা যথাসময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এছাড়া অ্যাপস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য ভার্চুয়াল মাধ্যমভিত্তিক যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে মাছ বিক্রেতার তথ্য বর্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত বিষয়সমূহকে লক্ষ্য করে মাছ বিক্রেতার তথ্য মৎস্যচাষির ও মাছের ক্রেতার হাতের নাগালে পৌছাতে এবং মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল করতে জেলা মৎস্য দপ্তর, রংপুর কর্তৃক ওয়েবপোর্টালে মাছ বিক্রেতার তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মৎস্য সেবা সহজীকরণের উদ্ভাবনী এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে রংপুর জেলার সকল উপজেলার মাছ বিক্রেতার তথ্য ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষিত থাকবে, যার মাধ্যমে আগ্রহী মৎস্যচাষি এবং ক্রেতা-বিক্রেতা তাৎক্ষনিকভাবে চাহিদা অনুযায়ী যে কোন স্থান হতে মাছ প্রাপ্তির উৎস সর্ম্পকে অবগত হবে।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

জেলা মৎস্য দপ্তর, রংপুর কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-ক) মাছ বিক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের পর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য জেলায় সকল উপজেলার মাছ বাজারের মৎস্য বিক্রেতার শতকরা ৮০ ভাগ নির্বাচন করতে হবে। মৎস্য বিক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উত্তম বাজার ব্যবস্থার অনুশীলন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪. লগ ফ্রেইম (Log Frame):

ক্র. নং	কার্যক্রম	সময়কাল (২০২২-২৩)					
		সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু
১.	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ						
২.	তথ্য যাচাইকরণ						
৩.	বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য প্রেরণ						
৪.	বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ						

৫.	জেলা ও বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য ওয়েবপোর্টালে আপলোডকরণ						

৫. প্রত্যাশিত ফলাফল:

- বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।
- আগ্রহী নাগরিকগণের তথ্য পাওয়ার জন্য সময় অপচয় করে অফিসে যাতায়াত করতে হবে না এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না।
- তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন স্থান হতে ওয়েবপোর্টাল থেকে মৎস্য বিক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
- গবেষণাধর্মী কাজে সহায়ক হবে।
- ভার্চুয়াল বাজার ব্যবস্থাপনায় মৎস্য বিক্রেতাদের তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবপোর্টাল অন্যতম তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।
- সংক্রমনজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং আপদকালীন সময়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মৎস্যচাষি ও ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই লাভবান হবে।